দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 26 OCT 1990 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

30

অকস্মাৎ গগনবিদারী আওয়াজ.

গতকালের বিস্ফোরণ সম্পর্কে পুষ্টি বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউটের একজন শিক্ষক বলেন: তিনি কক্ষে গিয়াছিলেন। অকস্মাৎ গগন

(শেষ পৃ: ৬-এর ক: দ্র:)

অকস্মাৎ

(১ম পৃ: পর)

বিদারী আওয়াজে মনে হইল মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছি। অনেক কষ্টে নিজেকে কক্ষ হইতে বাহির করিয়া দোতলা হইতে যখন নীচে নামিতেছিলাম তখনও সারা ভবন নড়িতেছে। কাঁচ ভাঙ্গার শব্দ পাইতেছি। মনে হইতেছিল, ভবনটি মাটির দিকে দাবিয়া যাইতেছে। নীচে ফাঁকা জায়গায় পৌছিয়া দেখি অন্যরা ভয়ে হাঁপাইতেছে। সকলের চোখে-মুখে আতঙ্ক। অকস্মাৎ ভবন হইতে ৩ জনকে বাহির হইতে দেখিয়া আমরা চমকাইয়া যাই। ৩ জনকে চেনা যায় না। সর্বাঙ্গ পুড়িয়া কালো হইয়া গিয়াছে। পরনের পোশাক নাই। ইহার পর পার্শ্ববর্তী বারান্দায় দুইজন তরুণ-তরুণীকে একই অবস্থায় কাতরাইতে দেখি। ছোট দেওয়াল ভাঙ্গিয়া তরুণীর শরীরের উপর পড়িয়াছিল। আগুনে তাহার শরীর ঝলসাইয়া গিয়াছে।

ইনসটিটিউটের একজন পিয়ন বলেন, 'বদ্ধ ইনষ্টিটিউটে কর্মহীন অবস্থায় বসিয়া আছি। অকস্মাৎ বিকট শব্দে ভবনটি কাঁপিয়া ওঠে। আশে-পাশে গরম বাতাস বহিতে শুরু করে। শোঁ শোঁ আওয়াজ শোনা যায়। মনে হইতেছিল ভবনটি আকাশে উড়িয়া যাইবে।' পার্শ্ববর্তী বিজ্ঞান ভবনের একজন কর্মচারী বলেন, বিকট আওয়াজে বিজ্ঞান ভবনের একতলা হইতে বাহির হইয়া দেখি পুষ্টি ভবনের নীচতলা হইতে কালো ধোয়া বাহির হইতেছে। আগাইয়া দেখিলাম ভবনের আশেপাশের গাছপালা, ঝোপঝাড় তপ্ত বাতাসের প্রচণ্ড চাপে মাটির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। বাতাসে শোঁ শোঁ আওয়াজ। মনে হইতেছিল টর্নেডো হইতেছে।